বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

১৪২৭ হি: সালে হাজীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত্ব ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ্‌ আল উযমা সাইয়েদ আলী খামেনীর

হজ্জবাণী

অন্যান্য বছরের মত এবারও হজ্ব মৌসুম আধ্যাত্মিক সুসংবাদ নিয়ে আমাদের মাঝে হাজির হয়েছে এবং মুসলিম বিশ্বের সামনে এ সময়টি অত্যন্ত মূল্যবান সময়। আবেগজড়িত হৃদয়সমূহ যদিও সব স্থান থেকেই সেদিকে উড়ে চলছে, কিন্তু যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব তা অর্জন করতে পারে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ও নগণ্য।

প্রতি বছর আল্লাহর ঘরে মানুষের সাক্ষাৎ তাদের অন্তরসমূহে নানা মত ও দিক থেকে এবং সঙ্গী-সাথীদের বিচ্ছিন্নতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নতুন করে তাদের মাঝে ঐক্য ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে। হজ্ব কার্যক্রম ইসলামী উম্মতকে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে নতুনত্ব এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান করে।

অল্প কয়েকদিনের জন্য হলেও এই আমলের মাধ্যমে মানুষ বৈষয়িক নোংরামী থেকে পবিত্রতা অর্জন করে এবং ধারাবাহিকভাবে সব জায়গায় এবং সব কাজে আল্লাহকে দেখতে পায়; এর মাধ্যমে মানুষ বিরাট এক পাথেয় অর্জন করতে পারে।

হজ্বের সকল আমলের দর্শন হল: হজ্ব পালনকারী ব্যক্তি এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং তার সুগভীর অস্তিত্বে এর আনন্দ উপভোগ করবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হজ্বের মূল লক্ষ্য হল মুসলিম উম্মতের ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো।

ভ্রাতৃত্বের মাঝে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা, তাদের অকল্যাণকামীদের পথকে সুগম করে এবং মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপণ করে। নানান জাতি নানান গোত্র এবং বিভিন্ন মাযহাবের সমন্বয়ে মুসলিম উম্মত গঠিত। বিচ্ছিন্ন ভৌগলিক অবস্থানে বিরাজমান মুসলিম বিশ্ব পৃথিবীর গুরুত্বপুর্ণ ও স্পর্ষকাতর এলাকাসমূহে অবস্থিত বিশাল এই অবস্থান তার সুমহান দেহের জন্য শক্তিশালী একটি বিষয় হিসেবে ধরা যেতে পারে। সংস্কৃতি এবং সাধারণ ইতিহাস ও ঐতিহ্য তাদের বিস্তৃত অস্তিত্বে অধিক ফলপ্রসু হতে পারে এবং নানাবিধ যোগ্যতা ও মানবীয় গুনসমূহ এর খেদমতে কাজে লাগতে পারে।

পাশ্চাত্যের আগ্রাসী মহল মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসনের মুহূর্ত থেকেই এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছিল এবং সদা-সর্বদা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন হতে উৎসাহিত করেছে।

এসব আগ্রাসী রাজনীতিবিদগণ খুব ভালভাবেই জানতো যে, যদি মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবন্ধ থাকে তাহলে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে তারা সবদিক থেকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির পায়তারা করেছিল। ন্যক্কারজনক এই রাজনীতির ছত্র-ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তারা বিরাট জনগোষ্ঠীর গাফেলতি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনায়কদের দুর্বলতার সুজোগে মুসলিম দেশসমূহে কর্তৃত্ব করতে সমর্থ হয়েছিল।

বিগত শতাব্দীতে মুসলিম দেশসমূহের স্বাধীনতা অর্জনের পদক্ষেপকে দমন, এসব দেশে তাদের আগ্রাসী রাজত্ব কায়েম, সৈরাচারী শাসনকে বলিষ্ঠ করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন ও তাদের মানবীয় গুণাবলী ধ্বংশের মাধ্যমে মুসলিম জাতিসমূহকে জ্ঞান ও কারিগরি কৌশল থেকে পিছিয়ে রেখেছে এবং বিচ্ছিন্নতা ও পরিচয়হীনতার ছত্র-ছায়ায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যার ফলে ক্ষেত্র বিশেষে ভাইয়ে ভাইয়ের মধ্যে দুশমনি, সংগ্রাম ও হত্যাজজ্ঞ পর্যন্ত চলেছে।

ইসলামী জাগরণ যার শীর্ষচূড়া ছিল ইরানের ইসলামী বিপ্লব তার কারণে পাশ্চাত্য আগ্রাসী মহল বিরাট হুমকীর সম্মুখীন হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরাজয়, যে সব বিষয়কে আগ্রাসী মহল মনুষত্যের জন্য একমাত্র সৌভাগ্য মনে করতো সেগুলো পতন ও ভুল পর্যবশিত হবার কারণে বিশাল মুসলিম জনতার অন্তরে ইসলামী মুল্যবোধ প্রতিষ্টিত হয় এবং দখলদার বাহিনী এই ঐশি নুরের প্রজ্বলিত শিখাকে ঢেকে ফেলা বা নির্বাপিত করার ব্যর্থতার কারণে মুসলিম জাতিসমূহের অন্তরে আশার আলো সৃষ্টি করেছিল।

আজকে ফিলিস্তিনের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, সেখানে একটি সুদৃঢ় সরকার প্রতিষ্টিত হয়েছে যা যায়নবাদী ইসরাঈলী আগ্রাসন থেকে মুক্তিকামী ও স্বাধীনচেতা। কিন্তু ইতিপুর্বে তা ছিল দুর্বল ভীতু ও অসহায়।

আজকে লেবাননের মুসলমানরা জীবনপণ সংগ্রাম করে সেই মারণাস্ত্র সজ্জিত ইসরাঈলী বাহিনীকে পরাজিত করেছে যাকে পাশ্চাত্য ও আমেরিকা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতো। কিন্তু ইতিপূর্বে সেখানে ইসরাঈলীরা যখন খুশি এবং যেখানে সেখানে নির্দ্বিধায় চষে বেড়াতো।

ইরাকের নির্ভিক জাতি আজকে অহংকারী আমেরিকাকে তার নাকে খত দিতে বাধ্য করেছে। তাদের সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ যারা তাকব্বরী ও অহংকারবোধের কারণে নিজ মালিকত্ব পেরিয়ে ইরাকের ভূমিতে পদার্পণ করেছিল তাদেরকে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সংকটে ফেলেছে। কিন্তু ইতিপূর্বে সেখানে রক্তপিপাসু শাসক আমেরিকার সহযোগিতায় জনতার জন্য শাষরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল।

আজকে আফগানিস্তানে পাশ্চাত্য ও আমেরিকার সকল ওয়াদা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে এমনভাবে পাশ্চাত্য সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল যা খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু তা দারিদ্রতা, হত্যা ও মাদকদ্রব্য পাচারকারীর দল সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই উপহার দিতে পারে নি।

সর্বোপরি মুসলিম দেশসমূহের যুব সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, এই প্রজন্ম বড় ও শক্তিশালী হচ্ছে। তাদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উত্তরোত্তর আমেরিকার প্রতি তাদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপরোক্ত সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্টভাবে আগ্রাসী মহলের রাজনৈতিক ব্যর্থতার ছবি ফুটে উঠে; বিশেষকরে আমেরিকার অবস্থা সবচেয়ে স্পষ্ট হয় এবং মুসলিম জনতার আত্মিক ব্যথা সমন্বয়ের সুখবর দেয়।

এখন আমেরিকার সরকার ও পাশ্চাত্যের পুঁজিপতিরা এবং স্বৈরাচারের (ইসরাঈল) গন্ডগোল - বিভ্রাটসৃষ্টিকারী লোকেরা ইসলামী চেতনাশক্তির জীবন্ত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করছে। আর এই বাস্তবতার বিপরীতে মারণাস্ত্র ও সামরিক শক্তির হীনতা ও অকার্যকারিতাকে স্বীকার করার সাথে সাথে তারা নিজেদের সমস্ত ক্ষমতাকে রাজনৈতিক বিভিন্ন চক্রান্ত ও পদ্ধতিতে কাজে লাগাচ্ছে।

আজকের দিনটি এমন একটি দিন যে, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিবিদ ও ধর্মবিদগণ আর নতুবা সাধারণ মুসলিম জনতা-নির্বিশেষে সমস্ত মুসলিম জাতিকে পূর্বের চেয়ে বেশি হুঁশিয়ার ও সচেতন থাকতে হবে। সত্রুর চক্রান্ত ও কূটকৌশলগুলোকে চিহ্নিত করে তার সাথে মোকাবেলা করতে হবে!

শত্রুর চক্রান্তগুলোর মধ্যে সর্বাধিক কার্যকরি একটি চক্রান্ত হচ্ছে মতানৈক্য ও এখতেলাফের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করা। ওরা টাকা-পয়সা খরচ, লাগাতার ও দ্রুত চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে এমন এক কৌশলের অনুসন্ধান করছে যার দ্বারা মুসলমানদেরকে মতানৈক্য ও এখতেলাফের মাঝে ব্যস্ত করে রাখতে পারে এবং পুনরায় আমাদের অসচেতনতা, পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি ও আক্রোশের সুযোগ নিয়ে আমাদেরকে পরস্পরের প্রাণের উপর চাপিয়ে দিতে পারে।

তাদের দৃষ্টিতে আজ মুসলিম বিশ্বে যে কোন ধরণের বিভেদসৃষ্টিকারী পদক্ষেপ বা আন্দোলন হচ্ছে এক ঐতিহাসিক পাঁপ। যারা সত্রুতামূলকভাবে অগণিত মুসলিম দলকে তুচ্ছ ও সামান্য অজুহাতেই কাফের বলে আখ্যায়িত করে; যারা বাতিল ও অযৌক্তিক ধারণাসমূহের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক মুসলিম দলকে অবমাননা করে; মুসলিম জাতির গর্ব ও মর্যাদার উপকরণ “লেবাননের আত্ম উৎস্বর্গী যুবকদেরকে” যারা উল্টো খঞ্জরের দ্বারা আঘাত করে; শিয়ার নবচাঁদ নামের কল্পিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবার আশায় আমেরিকা ও সৈরাচারদের সন্তুষ্টির জন্যে যারা কথা বলে; গণতান্ত্রিক ও মুসলিম সরকারের পরাজয়ের জন্যে ইরাকের ভূমিতে নিরাপত্তাহীনতা ও ভ্রাতৃ হত্যাকে যারা বিস্তৃতি ঘটায়; ফিলিস্তিন জাতির নির্বাচিত ও প্রিয় হামাস সরকারকে যারা চতুর্দিক থেকে প্রচুর চাপের মুখে ফেলে ইত্যাদি ইত্যাদি, জানুক বা না জানুক তারা এমন ধরণের পাঁপি ও অত্যাচারী যে, ইসলামের ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদেরকে ঘৃণার সাথে স্মরণ করবে এবং তাদেরকে প্রতারক সত্রুদের কামলা হিসেবে গণ্য করবে।

বিশ্বের মুসলমানদের জেনে রাখা উচিৎ যে, মুসলিম বিশ্বের লাঞ্ছনা ও অনগ্রসরতার যুগের সমাপ্তি ঘটেছে এবং এক নতুন যুগের শুরু হয়েছে। এই বাতিল ও অযৌক্তিক ধারণা যে, মুসলিম দেশগুলি পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তিশালী থাবার মাঝে সব সময়ের জন্যে বন্দী হয়ে থাকবে এবং

ব্যক্তিগত ও সামাজিক চিন্তা-ভাবনা, কাজ-কর্ম ও আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের অন্ধ অনুকরণ করবে, তা স্বয়ং পাশ্চাত্যবাসীদের নিজেদের দ্বারা এবং তাদের সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি ও অহঙ্কারের ফলে বিশাল মুসলিম জনতার মস্তিষ্ক থেকে দূর হয়ে গেছে!

বিশেষকরে স্পষ্ট অত্যাচার, অযৌক্তিক ব্যবহার, আগ্রাসন ও সীমাহীন অহঙ্কারের মাধ্যমে আমেরিকার মোড়লীপনা করার পর পশ্চিমা বিশ্বগুলি মুসলিম বিশ্বের নিকট এক মূল্যহীনতায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফিলিস্তিনের জনগণের সাথে তাদের আচার-ব্যবহার এবং পক্ষান্তরে ইসরাঈলের রক্তপিপাসু সরকারের সাথে তাদের আচার-ব্যবহার; ইসরাঈলের স্বৈরাচারী সরকারের পারমানবিক বোমা থাকার কথা স্বীকার করার বিপরীতে তাদের অবস্থান এবং পক্ষান্তরে ইরানের বেসামরিক পরমাণু শক্তি ব্যবহারের বিপরীতে তাদের অবস্থান; লেবাননীদের উপর সামরিক আক্রমণের সময় তাদের সহযোগিতা এবং আক্রমণকারীদেরকে অস্ত্র দ্বারা ও রাজনৈতিকভাবে সাহায্য প্রদান; আর পক্ষান্তরে লেবাননের প্রাণওষ্ঠাগতপ্রায় প্রতিরক্ষাকারীদের সাথে তাদের বিরোধিতা; আরব দেশগুলোর নিকট থেকে তাদের সার্বক্ষণিক গ্রহণনীতি এবং পক্ষান্তরে ইসরাইলের স্বৈরাচারী সরকারকে তাদের সার্বক্ষণিক প্রদাননীতি; ইসলামের পবিত্র বিষয়াদীর প্রতি অবমাননাকারী এমনকি অপবাদ রটনাকারী, ঐশি এই দ্বীনের প্রতি পোপের মত পাশ্চাত্যের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্পষ্ট অবমাননাকারীদেরকে সহযোগিতা প্রদান এবং পক্ষান্তরে হলোকাষ্ট ও ইসরাঈল রাষ্ট্রের গোড়া পত্তনের ব্যাপারে গবেষণা ও তা অস্বীকার করাকে অত্যাচার গণ্যকরণ; গণতন্ত্রের নামে ইরাক ও আফগানিস্তানে সামরিক আক্রমণ, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা এবং পক্ষান্তরে ফিলিস্তিন, ইরাক, ল্যাটিন আমেরিকা ও অপরসব দেশের – যেগুলোতে আমেরিকা ও ইসরাঈলের কর্মীরা বা আজ্ঞাবহ দাসেরা ক্ষমতায় অনুপস্থিত – গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র; সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রপাগান্ডা আর অন্যদিকে ইরাকসহ অন্যান্য দেশের ঘাতক সন্ত্রাসিদের সাথে গোপন দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এমনকি সাহায্য পর্যন্ত প্রদান করা হয়।

মুসলিম জাতিগুলোর উপর এ ধরণের হিংসাত্মক ও অগ্রহণযোগ্য আচার-ব্যবহারের ফলে দলীল পূর্ণ হয়ে গেছে এবং ইসলামের জেগে ওঠার জন্যে সাহায্য করেছে। ওরা চাক বা না চাক আজকে মুসলিম বিশ্বে এক গভীর শিকড় সম্পন্ন আন্দোলনের শুরু হয়েছে। আর এই আন্দোলনই তার নিজস্ব উপযুক্ত সময়ে মুসলিম জাতিকে পুনরায় স্বাধীনতা, সম্মান ও জীবন প্রদান করবে, ইনশা আল্লাহ।

এটি একটি ভাগ্য নির্ধারণকারী ঐতিহাসিক সময়। এ সময়ে বুদ্ধিজীবি শ্রেণী, আলেম শ্রেণী ও ভাবুক শ্রেণীর লোকদের কাঁধের উপর এক ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। তাঁদের যেকোন রকমের দূর্বলতা, অলসতা, উদ্দেশ্যভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি এক বিপদের রূপ নিতে পারে। মাযহাবগত মতানৈক্য সৃষ্টিকারীদের বিপরীতে আলেমদের নিরবভাবে বসে থাকা আদৌ উচিত হবে না। যুব শ্রেণীর মাঝে আশার আলো সঞ্চার করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর ত্রুটি করা ঠিক হবে না। রাজনীতিবিদগণ ও দায়িত্ববান ব্যক্তিদের জন্য নিজ জনগণকে কর্মক্ষেত্রে ধরে রাখা উচিৎ হবে এবং তাদের উপরই নির্ভর করবেন! মুসলিম সরকারগুলোকে নিজেদের মাঝের ঐক্যতাকে শক্ত ও মজবুত করতে হবে। আর আগ্রাসী শক্তিগুলির বিপরীতে এই বাস্তব ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে।

আজ আমেরিকা ও বৃটিশের গোয়েন্দা সার্ভিসগুলি ইরাকে, লেবাননে, উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে এবং অপর সেসব জায়গায় যেগুলিতে তারা তাদের সমস্ত শক্তির মাধ্যমে মাযহাবী মতপার্থক্যের ভাইরাস (বীজ) ছড়াতে পারবে, তাতে নিয়োজিত রয়েছে। হজ্বের এই বিশাল সভা যেন আমাদেরকে এই ধ্বংসাত্মক রোগগুলি থেকে মুক্তি দেয় ও নিরাপদে রাখে! আর নিম্নোক্ত আয়াতটিকে সব সময়ের জন্যে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট করে রাখে।

و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا انّ الله مع الصابرین.

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম'র আনুগত্য করবে, আর পরস্পরের সাথে গন্ডগোল করবে না! তাহলে তোমরা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং

তোমাদের শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

আজ মুশরিকদের থেকে সম্পর্কোচ্ছেদকরণ মুসলিম সকল জাতির আন্ত-রিক ও স্বহজাত শ্লোগান। হজ্ব মৌসুমই হচ্ছে একমাত্র সময় যখন সকল জাতির পক্ষ থেকে এই শ্লোগান প্রতিধ্বনিত হতে পারে।

আপনারা এই সুযোগকে গণিমত মনে করবেন। আর মুসলিম জাতির জন্যে দোয়া এবং প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)'র আত্মপ্রকাশ ত্বরান্বিত করার জন্যে দোয়ার মাধ্যমে, যেকোন প্রান্ত থেকে নিজেকে এই বিশাল সাগরে ধৌত করবেন।

আপনাদের সকলের তৌফিক ও সৌভাগ্য কামনা করছি। আল্লাহ আপনাদের সকলের হজ্বকে কবুল করুন!

ওয়াস্ সালাম–
সাইয়েদ আলী খামেনী,
৩রা জিলহজ্ব' ১৪২৭হি:
৩রা দেই' ১৩৮৫ ফার্সী
৫ই পৌষ' ১৪১৩ বঙ্গাব্দ